19

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUN 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বার্ষিক বিবরণী প্রকাশেও জট

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের বিশ্ববিদ্যাগুলির নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয়

(১১শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

(১ম পৃঃ পর)

মঞ্জুরী কমিশনেও একবছরের সেশন জট চলিতেছে। ১৯৯৩ সালের পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রদত্ত সরকারী অর্থ বরাদ্দের হিসাব নিকাশ, একাডেমিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করা হইতেছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতি বছরের সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ ইচ্ছা মাফিক

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

(শেষ পৃঃ পর)

খরচ করিতেছে। এই অর্থ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করিতেছে উহার খোঁজ-খবর রাখা হইতেছে না। দেশের স্বায়ত্ত-শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকার মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকেন প্রতিবছর জুন মাসের দিকে। মঞ্জুরী কমিশনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত সেশনজট থাকার কারণে এই বরাদ্দ-প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে এবং কি খাতে খরচ করিতেছে, কমিশন উহার যথাযথ হিসাব-নিকাশ রাখিতে পারে নাই।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন এবং অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই অর্থ অবকাঠামো ভবন নির্মাণের কাজে অধিকাংশ অর্থ ব্যবহার করিতেছে। যে কারণে গত কয়েক বছরে উচ্চ শিক্ষার মানে ভাটা পড়িয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ মন্তব্য করিয়াছেন।

তিনি বলেন, সেশনজট এবং স্থবিরতা কাটাইয়া সবকিছুতে দ্রুত সচলতা ফিরাইয়া আনা হইতেছে। পাশাপাশি অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে: বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষকদের উচ্চতর ট্রেনিং প্রদান, মঞ্জুরী কমিশনের অনুদানে আমাদের দেশেই পিএইচডি এবং এমফিল করার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সেমিনারের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও মঞ্জুরী কমিশনে ইন্টারনেট সিষ্টেম চালু করা। তিনি বলেন, এই সকল কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিমধ্যে মঞ্জুরী কমিশনকে সরকার প্রায় ১০ কোটি টাকার অনুদান দিয়াছে। প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ বলেন, আগামী আগষ্ট মাসে কমিশনের ১৯৯৪ ও ৯৫ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইবে। উহার পর সেশনজট হ্রাস পাইবে।

প্রতি বছর নির্ধারিত সময়েই প্রকাশিত হইবে এই বিবরণী।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ বলেন, '৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ১৬৮ কোটি টাকার যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হইতেছে, উহা খরচের খাত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ অর্থের শতকরা ৫৫ ভাগ শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং ৪৫ ভাগ অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে মঞ্জুরী কমিশন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে।